গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.chapainawabganj.gov.bd

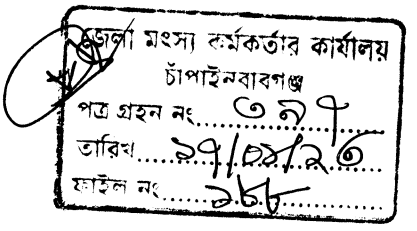

স্মারক : ৩১.৪৩.৭০০০.০১৫.০৩.০২০.২০-৮২

তারিখঃ ০৯ মাঘ ১৪২৯
২৪ জানুয়ারি ২০২৩

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১, অধিশাখা এর ১৯-১২-২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২).৪৮ নং স্মারকপত্রের আদেশ মোতাবেক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত জলমহালটি " সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" মোতাবেক ১৪৩০ হতে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনের নিকট হতে (যেখানে যা প্রযোজ্য) শর্ত সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। ০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘ ১৪২৯ (২০ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ) বঙ্গাব্দের মধ্যে অনলাইনে jm.lams.gov.bd ঠিকানায় আবেদন করে ১৩-০২-২০২৩ তারিখের মধ্যে দাখিলকৃত অনলাইন আবেদনের প্রিন্টেড কপি এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জেলা প্রশাসন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ব্যবস্থাপনাধীন ১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকাঃ

ক্রম	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	আয়তন (একর)	বার্ষিক সরকারি ধার্য মূল্য (টাকা)	ইজারার মেয়াদ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	গোমস্তাপুর	লক্ষীপুর ছোটবিলা বড়বিলা বদ্ধ জলমহাল	২৩৪.৪৭	৪৯,৯৭,০৭৩/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিয়াত্তর) টাকা	১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের অতিরিক্ত শর্তাবলী ও সাধারণ জ্ঞাতব্য

০১. সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা সমিতিসমূহ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করতে পারবে। জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন/সমিতি আবেদন করতে পারবে না।

০২. সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায়ও জলমহাল ইজারার জন্য আবেদনে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত হবে।

০৩. আবেদনকারীকে নির্ধারিত আবেদন ফরম মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। আবেদনকারী আবেদন ফরমসহ বিজ্ঞপ্তি ও শর্তাবলীর প্রতি পাতায়/নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করে আবেদন ফরম দাখিল করবেন।

০৪. আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এ মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৫. আবেদনকারী সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা নেই কিংবা উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করত হবে।

০৬. জলমহালের সরকারি নির্ধারিত মূল্যের ২০% অর্থ জামানত হিসেবে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আবেদনকারীকে প্রিন্টেড কপির সাথে দাখিল করতে হবে। কৃতকার্য আবেদনকারী সমিতির ব্যাংক ড্রাফটের টাকা ইজারার শেষ বছরের লীজমানির সাথে সমন্বয় করা হবে।

০৭. আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে এর প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রসহ বিগত ০২ বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণের দরকার হবে না।

০৮. আবেদন যাচাই বাছাই কালে যদি দেখা যায় আবেদনকারী সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

০৯. এক দফার জন্য ক্রয়কৃত আবেদন ফরম অন্য দফায় দাখিল করা যাবে না।

১০. খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১১. আবেদনে ঘষামাজা কাটাছেড়া কিংবা অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদনে কোন প্রকার ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না এবং ফ্লুইড ব্যবহার করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩. কোন জলমহালের ইজারা/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর যদি ঐ জলমহালের জন্য পুনরায় আবেদন দাখিল করে তাহলে আবেদনটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদন করার যোগ্য হবে না।

১৫. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কার্য দিবসের মধ্যে সরকারি খাতে পরিশোধ করতে হবে।

১৬. ইজারা মূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠনকে স্ব-উদ্যোগে ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। লীজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতিত জলমহাল হস্তান্তর করা হবে না।

১৭. মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্যকোন আইনসংগত কারণে জলমহালসমূহ সময় মত দখল না পাওয়ায় বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। বছরের যে কোন সময় ইজারা দেওয়া হোক না কেন তা ১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ থেকে ইজারা কার্যকর বলে গণ্য হবে।

১৮. ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের উপর সরকারি নির্ধারিত হারে ১৫%(পনেরো) ভ্যাট ও ১০%(দশ) আয়কর পরিশোধ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সকল প্রকারের কর প্রযোজ্য হবে।

১৯. ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২০. লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করা হয় তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

২১. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

২২. আদালতের কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্তের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম জলমহালের বিপরীতে গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৪. লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন এবং কেউ যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করবেন।

২৫. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২৬. অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। জেলা প্রশাসক বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই মা মাছ শিকার করা যাবে না, এর ব্যত্যয় ঘটলে ইজারা বাতিলি করা যাবে।

২৭. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া, পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৮. ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

২৯. ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কোন সময়ের জন্য ইজারা গ্রহীতা আবেদন করতে পারবে না। এরূপ কোন আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর হবে।

৩০. জলমহাল ইজারা নেয়ার পরে কোন সংগঠন/সমিতি জলমহাল ভরাট বা অন্যকোন অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়াজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করবে।

৩১. সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদান করবে।

৩২ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য মূল্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফরমটি (যা নীতির পরিশিষ্ট-ক-উল্লেখ আছে) অনলাইনে স্ক্যান করে দাখিলপূর্বক ফরমের মূল কপি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমার রশিদসহ অন্যান্য প্রিন্টেড কপির সাথে জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রাজস্ব শাখায় দাখিল করতে হবে।

২৫/০৭/১২

(এ কে এম গালিব খাঁন)
জেলা প্রশাসক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)

স্মারক : ৩১.৪৩.৭০০০.০১৫.০৩.০২০.২১- ৮২(২৫)

তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪২৯ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও উপদেষ্টা, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
০২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর/শিবগঞ্জ/গোমস্তাপুর/নাচোল/ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৫। জেলা মৎস্য অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬। জেলা সমবায় অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৭। জেলা তথ্য অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি ০৭ (সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর/শিবগঞ্জ/গোমস্তাপুর/নাচোল/ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বিজ্ঞপ্তিটি ০৭(সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)
০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, এ কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। (বিজ্ঞপ্তিটি এ অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)----------ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস---------- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি ০৭ (সাত) দিন মাইকিং করে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। সম্পাদক/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার----------। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তার পত্রিকায় ০১(এক) দিনের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হলো।
১২। সভাপতি/সম্পাদক(সকল)----------মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি :, গ্রাম----------ডাকঘর---------- ----------উপজেলা :----------জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৩। এ অফিসের নোটিশ বোর্ড

১৫/০১/২৩

(মো: আশিকুর রহমান)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য-সচিব
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ